যুগান্তর

তারিখ ... 28 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... 22 কলাম ... 2 ...

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-৪

সাতক্ষীরায় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রশিক্ষণের নামে হরিলুট

আবুল কাসেম, সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় ২২ কোটি ৪৪ লাখ টাকা ব্যয়ে উপ-আনুষ্ঠানিক মানব উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রকল্প-৪ কার্যক্রম প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থা সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থার (সাস) বিরুদ্ধে অর্থ হরিলুটের অভিযোগ উঠেছে। এই প্রকল্পের ৪র্থ ফেজের মেয়াদ ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে এলাকাবাসী জানান। ৪ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের শুরুতেই ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। অভিজ্ঞমহল জানান, কাগজে-কলমে এ প্রকল্প টিকঠাক দেখালেও বাস্তবে হচ্ছে হরিলুট।

সাতক্ষীরার সাতটি উপজেলার ২৩৮টি কেন্দ্র পরিচালনার নামে বিভিন্ন খাতে লাখ-লাখ টাকা লুটপাট হলেও দেখার কেউ নেই। ফলে প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্যে ভেস্তে যেতে বসেছে। এই প্রকল্প তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও জেলা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে। কিন্তু তারা মাঠপর্যায়ে প্রকল্পের তদারকি করেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নেন বলেও অভিযোগ আছে।

এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০০৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে। বর্তমানে শেষ বছরের কাজ চলছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া (যাদের বয়স বর্তমানে ১১ থেকে ৪৫ বছর) মহিলা ও পুরুষদের লেখাপড়া শেখানোর পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া। প্রতি সপ্তাহে ৪ দিন প্রশিক্ষণ ও ২ দিন মৌলিক শিক্ষার ক্লাস হওয়ার কথা। এজন্য প্রতি কেন্দ্রে দুজন করে প্রশিক্ষক ও দুজন করে সহায়ক-সহায়িকা রয়েছে। প্রতিদিন বিকেলে ও সন্ধ্যায় দুটি করে শিফট। প্রতি শিফটে ১৫ জন করে ছাত্রছাত্রী থাকার কথা। এতে প্রতি বছর ১৪ হাজার ২৮০ শিক্ষার্থী হিসেবে ৪ বছরে ৫৭ হাজার ১২০ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ৯ মাসের কোর্স সম্পন্ন করিয়ে দেয়ার কথা। অথচ শিক্ষা কেন্দ্রের কোন শিক্ষার্থীকে দুমাসও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে না। আর প্রতি শিফটে কাগজে-কলমে ৩০ জন করে ছাত্রছাত্রী দেখালেও বাস্তবে তার কোন মিল নেই। কোন কেন্দ্রে আছে ১০ জন, কোথাও আছে ৫ জন আবার কোথাও আছে ৩ জন শিক্ষার্থী। আর বেতন হিসেবে প্রশিক্ষকরা ক্লাস প্রতি ২০০ টাকা এবং সহায়ক-সহায়িকারা পাবেন প্রায় ১৭৫ টাকা। এতে একেকজন প্রশিক্ষক প্রতি মাসে ৩ হাজার ২০০ টাকা এবং সহায়ক-সহায়িকারা পাবেন ১৩শ' থেকে ১৪শ' টাকা। অথচ প্রতি মাসে প্রশিক্ষকদের দেয়া হচ্ছে ১৬শ' টাকা এবং সহায়ক-সহায়িকাদের ১১ থেকে ১৩শ' টাকা। এছাড়া প্রতি শিফটে প্রশিক্ষণ উপকরণ বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৫ হাজার ৭শ' টাকা। সরেজমিনে দেখা গেছে, অধিকাংশ স্থানে বাগান কিংবা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে নিয়ম না মেনে দায়সারাভাবে একটি ঘর তৈরি করে এই কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে রয়েছে একটি স্লেট, একটি ফিতা ও একটি খাতা। তাই দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ চলছে। প্রতি ক্লাসে রয়েছেন একজন প্রশিক্ষক ও একজন সহায়িকা। এসব কেন্দ্রে নাম মাত্র প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। আবার অনেক শিফটে তা দেয়া হয়নি। এছাড়া প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রতিদিন ১৮ টাকা মূল্যের দুটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা দেয়ার কথা। সেখানে একটি জাতীয় পত্রিকা ও একটি দুই টাকা মূল্যের স্থানীয় পত্রিকা দেয়া হচ্ছে। তাও অনেক কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। এছাড়া প্রতি মাসে সরবরাহ করার কথা রয়েছে ২৫ টাকা মূল্যের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ৪টি, ১৫ টাকা মূল্যের নব্য স্বাক্ষরদের জন্য ম্যাগাজিন ১টি। তাও দীর্ঘদিন সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। এদিকে প্রতি মাসে ১০ টাকা মূল্যের চক ২ প্যাকেট, ২০ টাকা মূল্যের অনুশীলনী খাতা (ন্যূনতম ৬০ পাতা) ৬০টি, ৫ টাকা মূল্যের কলমেন ৬০টি, ১০ টাকা মূল্যের ডাস্টার ৩টি সরবরাহ করার কথা রয়েছে। সেখানে সরবরাহ করা হচ্ছে ১.২টি করে খাতা ও ৪ থেকে ৫টি কলমেন। আর ১২০ টাকা মূল্যের ৬টি হারিকেন, ২৫ টাকা মূল্যের ২টি লুডু, ১০০ টাকা মূল্যের ২টি দাবা, ১০০ টাকা মূল্যের একটি বাগাডুলি সরবরাহ করার কথা রয়েছে। এসব উপকরণ নামেমাত্র সরবরাহ করা হয়েছে। তাও আবার অনেক কেন্দ্রে দেয়া হয়নি। তালা উপজেলার রহিমাবাদ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে, কেন্দ্রগুলোতে প্রতিটি শিফটে ৩০ জন করে ছাত্রছাত্রী থাকার কথা থাকলেও মেয়েদের দিবা শিফটে আটজন ও পুরুষদের রাতের শিফটে পাঁচ জন শিক্ষার্থী হয়েছে। তাদের কেউ কেউ বসে খেলা করছেন। এ সময় কথা হয় প্রশিক্ষক মাহমুদা খাতুনের সঙ্গে। তিনি জানান প্রথমদিকে কিছু ছাত্র আসত। এখন বেশি ছাত্রছাত্রী আসে না। চাকরি হারানোর ভয়ে নামপ্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন প্রশিক্ষক ও সহায়ক-সহায়িকা জানান, আমাদের বেতন খাতায় প্রশিক্ষক ৩২শ' এবং সহায়ক-সহায়িকা ২৪শ' টাকার স্বাক্ষর করে নেয়। অথচ আমাদের দেয় প্রশিক্ষক ১৬শ' ও সহায়ক-সহায়িকা ১৩শ' টাকা। আগে পত্রিকা দেয়া হলেও এখন আর দেয়া হচ্ছে না। আর উপকরণ নেই বললেই চলে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক শেখ ইমান আলী জানান, সব কারিকুলাম মেনেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত তদারকি করে থাকেন। প্রশিক্ষক ও সহকারী প্রশিক্ষকদের যে বেতন ভাতা নির্ধারণ করা আছে তাই দেয়া হয়ে থাকে। লুটপাটের অভিযোগ সত্য নয়। এ ব্যাপারে সাতক্ষীরা জেলার উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিরামন কুমার বিশ্বাসের সঙ্গে কয়েক দফায় যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।